Society of General Physicians

Committed to Establish General Practice in Bangladesh

ডাক্তারখানা (GP Center)

(A Project of the “Society of General Physicians”)

ডাক্তারখানা বিষয়ক কিছু নিয়মাবলী

কে ডাক্তারখানা (GP Center) দিতে পারবেন?

বিএমডিসি সনদধারী যে কোন এমবিবিএস চিকিৎসক এই সেন্টার দিতে পারবেন। যিনি সেন্টার দিবেন তাকে উদ্যোক্তা চিকিৎসক হিসেবে বিবেচনা করা হবে। একই সেন্টারে একাধিক চিকিৎসক একই সময়ে পাশাপাশি অথবা পালাক্রমে সেবা দিতে পারবেন। সেন্টারে যতজন চিকিৎসকই সেবা দিক তা সেন্টারের আউটলুক ব্যানারে সেবা দানের সময় সহ উল্লেখ করতে হবে।

সেন্টারের ডিজাইন কেমন হবে?

আউটলুক ডিজাইন একই হবে যা সেন্টার রেজিঃ এর পর আমাদের কাছ থেকে সফট কপি হিসেবে নিয়ে এডিট করে প্রিন্ট করে নিতে হবে। এডিটিং এর সময় কালার, ডিজাইন ও ফরম্যাট পরিবর্তন করা যাবে না। এইসব ডকুমেন্টস এর কপিরাইট সোসাইটি অফ জেনারেল ফিজিশিয়ানস এর, এগুলো কোনভাবেই অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। রেজিঃ করে ফরম্যাট নেয়ার ১ মাসের মধ্যে সেন্টার শুরু করতে হবে।

ট্রিটমেন্ট বই বা প্যাড কেমন হবে?

সকল সেন্টারের একই ট্রিটমেন্ট বই বা প্যাড ব্যাবহার করতে হবে। ট্রিটমেন্ট বইতে সাস্থ্য শিক্ষামূলক উপদেশসহ বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে। আমরা এর ডিজাইন ফরম্যাট সফট কপি হিসেবে দিয়ে দিবো, সেন্টারের উদ্যোক্তাকে প্রিন্ট করে নিতে হবে।

সেন্টারের সেবাসমুহ:

-কনসালটেন্সি ফি ১০০ টাকা, মেট্রোপলিটন ও জেলা শহরের জন্য শুরু থেকেই ২০০ টাকা। (তবে যে কোন জায়গায় সেন্টারের উদ্যোক্তা যদি প্রাথমিক ৬ মাস ফি কম রাখেন তবে রোগী বেশি হবার সম্ভাবনা বেশি, ৬ মাস-১ বছর পর ফি বাড়াতে পারবেন)

-সেবা দেওয়ার সময় - গড়ে ১৫ মিনিট
-ডায়াবেটিস স্ক্রেনিং - ৫০ টাকা (গ্লুকোমিটার দিয়ে)
-হাইপারটেনশন স্ক্রেনিং (নন-মেডিকেল স্টাফ দিয়ে)- ২০ টাকা
-নেবুলাইজেশন - ৫০ টাকা
-ইসিজি (ঐচ্ছিক)- ২০০ টাকা
-আল্ট্রাসনোগ্রাম (ঐচ্ছিক) - ৫০০ টাকা
-মোবাইলে সিরিয়াল নেবার ব্যাবস্থা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:
-নিজস্ব ল্যাব (বেসিক টেস্ট)।
-নিজস্ব ন্যায্য মূল্যের ফার্মেসী।
-সকল সেবা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দেয়া।
-প্রতিটি সেন্টার এর নিকটবর্তী হাসপাতাল ও বিশেষজ্ঞ রেফারেল নিশ্চিত করা।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা:
-প্রতিটি গ্রাজুয়েট চিকিৎসককে উদ্যোক্তা চিকিৎসকে রুপান্তর করা।
-ক্লিনিক/প্রাইভেট হাসপাতালের নামমাত্র চাকরীর পরিবর্তে জিপি প্র্যাক্টিশনার হিসবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।
-রেফারেল সিস্টেম তৈরিতে আগ্রনী ভূমিকা রাখা।

সেন্টারের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য:
-নৈতিক প্র্যাকটিস নীতিমালা মেনে চলা।
-বিএমডিসি স্বীকৃত নয় এমন ডিগ্রী ব্যাবহার না করা।
-সকল রোগীকে নির্ধারিত ফি নিয়ে সেবা দেয়া।
-সময় নিয়ে রোগী দেখা।
-রোগীর রোগ সম্পর্কে, ঔষধ সম্পর্কে, খ্যাদ্য ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে কাউন্সেলিং করা।
-সকল রোগীর প্রোফাইল রেজিঃ বই এ লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষন করা।
-সপ্তাহে অন্তত ৩ দিন সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।
-কখনও সেন্টার বন্ধ করে দিতে চাইলে কমপক্ষে এক মাস পূর্বে অবহিত করা।
-কোনভাবেই কোন প্রকার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্যাড, কার্ড ইত্যাদি ব্যাবহার না করা।

সেন্টার উদ্যোক্তা চিকিৎসকের প্রাপ্য:
-প্রথমত আপনি আপনার বস, কেউ আপনার উপর খবরদারী করার নেই।

-সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সেবা প্রদানের সুযোগ, যেমন-নবজাতক, শিশু, প্রাপ্ত বয়স্ক, গর্ভবতী, হাইপ্রেসার, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। (কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষে সকল স্তরের মানুষকে চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ মেলে না)

-সেন্টার উদ্যোগতারা আমাদের গ্রুপ থেকে নিয়মিত গাইডলাইন পাবেন। এছাড়াও নিয়মিত অন-লাইন, অফ-লাইন ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ ও কোর্স এর মাধ্যেমে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া হবে।

-তাতক্ষনিক সমস্যা যেমন-ইসিজি, এক্সরে বা চেম্বারের কোন রোগীর সমস্যা জরুরী ভিত্তিতে আলোচনার জন্য মেসেঞ্জার গ্রুপের একসেস।

-সারাদেশে অনলাইন মার্কেটিং, আমরা ডাক্তারখানার সকল শাখা নিয়ে আমাদের নিজস্ব পলিসি অনুযায়ী অনলাইন, অফ-লাইন মার্কেটিং করব।

সেন্টার দিতে যা যা লাগবে:

১)সেন্টারের নীতিমালার সাথে সম্মতি জ্ঞাপন।
২)রেজিঃ ফর্ম পুরন।
৩)এমবিবিএস ও বিএমডিসি রেজিঃ এর ফটোকপি/স্ক্যান কপি প্রদান।
৪)জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি/স্ক্যান কপি প্রদান।

সেন্টারের সদস্যপদ বাতিল ও জবাবদিহীকরন:

নিম্নের যে কোন একটি কারনে সদস্যপদ বাতিল ও জবাবদিহীকরন করতে হবে-

১)সেন্টারের নীতিমালা মেনে না চলা, যেমন- নির্ধারিত ফি এর বেশি ফি নেয়া, অনিয়মিত হয়ে পড়া, অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়া (কমিশন, টেস্ট বাণিজ্য ইত্যাদি)।
২)রাষ্ট্র বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়া।
৩)মাদকাসক্ত হওয়া বা মাদকাসক্তিকে আশ্রয়/প্রশ্রয় দেয়া।

কিভাবে শুরু করবেন?

- একটি ছোট দোকান ভাড়া নিয়ে শুরু করতে পারেন।
- একা সম্ভব না হলে কয়েকজন চিকিৎসক কলিগ অথবা বন্ধু মিলে শুরু করতে পারেন।
- একজন রিসিপশনিষ্ট/সহযোগী থাকবেন। তিনি ব্লাড সুগার দেখবেন, ইসিজি করবেন এবং হাইপারটেনশন স্ক্রিনিং কর্নার এ প্রেসার মাপবেন।

কি কি সেট আপ থাকবে?

- রিসিপশন
- হাইপারটেনশন স্ক্রিনিং কর্নার
- কনসালটেশন রুম
- ওয়েটিং রুম/প্লেস
- আল্ট্রাসনোগ্রাম/ইসিজি রুম(ঐচ্ছিক)

কেন রোগী আসবে এখানে?

- এই সেন্টার গুলো রুগীর হাতের নাগালে।
- মাত্র ১০০-২০০ টাকা ফি।
- সময় নিয়ে রোগী দেখা (গড়ে ১৫ মিনিট)।
- রোগীকে রোগ, ঔষধ, খাদ্য, জীবনধারা ইত্যাদি বিষয়ে কাউন্সেলিং করা।
- শিশু-বৃদ্ধ সকল বয়সের সকল রোগী কে নিজের পরিবার এর সদস্যের মত চিকিৎসা দেয়া।
- অপ্রয়োজনীয় টেস্ট, ঔষধ না লেখা।
- নিয়মিত ফলোআপ করা।

কেমন আয় সম্ভব?

যদি এক বছর পর-প্রতিদিন ২০ টি রোগী হয়

- কনসাল্টেন্সি ফি - ২,০০০/দিন, মাসে ৬০,০০০ টাকা
- ব্লাড প্রেসার স্ক্রেনিং - ১০ জন/দিন, ২০০ টাকা/দিন, মাসে ৬,০০০ টাকা
- ইসিজি ৫ টি/দিন - ১,০০০টাকা/দিন, মাসে ৩০,০০০ টাকা
- ব্লাড সুগার স্ক্রেনিং - ১০ টি/দিন ২৫০ টাকা/দিন, মাসে ৭,৫০০ টাকা
- আল্ট্রাসনোগ্রাম ৫ টি/দিন - ২,৫০০ টাকা/দিন, মাসে ৭৫,০০০টাকা।
  - মোট আয় – ১,৭৮,৫০০ টাকা।
  - ব্যয় - সর্বসাকুল্যে ১০-১৫ হাজার টাকা।

প্রাথমিক ইনভেস্টমেন্ট

- চেয়ার-টেবিল-৪,০০০ টাকা
- গ্লুকোমিটার-১,৫০০ টাকা
- বিপি মেশিন-১,০০০ টাকা
- ওয়েট মেশিন-১,০০০ টাকা
- নেবুলাইজার মেশিন-১,২০০ টাকা
- প্রেসক্রিপশন প্যাড ছাপানো ও অন্যান্য-৫,০০০ টাকা

  -মোট- ১০-১২ হাজার টাকা

* এছাড়াও ইসিজি মেশিন নিতে চাইলে ৩০ হাজার টাকা আর আল্টাসনোগ্রাম মেশিন এর ধরন অনুযায়ী সর্বনিম্ন ২.৪ লক্ষ টাকা।

কেন ডাক্তার খানা (GP Center) করতে ডাক্তাররা এগিয়ে আসবেন?

১। কোয়াক/দালালদের হাত থেকে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যাবস্থাকে উদ্ধার করতে।

২। একটি উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা/রেফারেল সিস্টেম গড়ে তুলতে।

৩। সর্বোপরি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ক্লিনিক এর নিম্নমানের চাকরী থেকে বাঁচার জন্য, নিজের পরিচয় তৈরী করার জন্য।

Society of General Physicians
Committed to Establish General Practice in Bangladesh
Estd.2019

ডাক্তারখানায় ফার্মেসী খোলার নিয়ম-কানুন:

ডাক্তারখানার যারা শাখা খুলেছেন বা খুলবেন তাদেরকে আমরা ফার্মেসীর শাখা খোলার জন্য রেজিঃ পেতে সহযোগীতা করব।

ফার্মেসী খোলার জন্য যা যা লাগবে –

১। ট্রেড লাইসেন্স (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন থেকে নিতে হবে)।

২। ফার্মাসিস্ট –এটি বাধ্যতামূলক। (ফার্মাসিস্ট না থাকলে, এসএসসি পাস একজনকে ফার্মেসী কোর্স এ ভর্তি করে দিয়েও আবেদন করা যাবে, এটি ৩ মাসের কোর্স, প্রতি শুক্রবার ক্লাস হয়)।

৩। ফার্মেসীর নাম

৪। মালিকের ভোটার আইডি

৫। মালিকের ৩ কপি ছবি

৬। ভাড়ার ডিড এর ফটোকপি

৭। ব্যাংকের প্রত্যায়নপত্র

৮। আবেদন ফর্ম (এটি প্রতি জেলার ঔষধ তত্তাবধায়কের অফিস থেকে সংগ্রহ করা যাব।

- উপরোক্ত সকল ডকুমেন্ট নির্ধারিত জেলার ঔষধ তত্তাবধায়কের অফিস এ জমা দিতে হবে। সাথে সরকারী ফি দিতে হবে ১,৫০০ টাকা। সব কিছু মিলিয়ে ৬-৭ হাজার টাকায় রেজিঃ হয়ে যাবে।

ফার্মেসীতে ডাক্তারখানার শাখা খোলার নিয়ম-কানুন:

এটি সর্বশেষ অপশন। আমরা ফার্মেসী তে ডাক্তারখানা খোলা কে নিরুৎসাহিত করি। যদি কোন চিকিৎসক কোনভাবেই ডাক্তারখানার জন্য কোন স্থান এর ব্যাবস্থা করতে না পারেন সেক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত শর্ত সাপেক্ষে ফার্মেসীতে ডাক্তারখানা (জিপি সেন্টার) এর শাখা খোলা যাবেঃ

১) ফার্মেসীতে আলাদা করে ডাক্তারখানার সাইনবোর্ড থাকতে হবে। চেম্বার এর অংশ বোর্ড দিয়ে ফার্মেসী থেকে আলাদা হলে ভালো হয়। ওই অংশ ফার্মেসীর মালিক এর কাছ থেকে ভাড়া হিসেবে ডিড করে নিতে হবে। (ডিড এর নমুনা কপি নীচে সংযুক্ত)

২) ডাক্তারখানার আয়ের উৎস যেমন-রোগীর ফি, ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস স্ক্রেনিং, ইসিজি, আল্ট্রাসনোগ্রাম এসবের উপর ফার্মেসীর মালিকের কোন প্রকার দাবী/অংশদারিত্ত থাকবে না।

৩) কোন প্রকার পূর্ব নোটিফিকেশন ছাড়া ফার্মেসীর মালিক হঠাৎ করে চেম্বার বন্ধ করতে বা ছেড়ে যেতে বলতে পারবেন না।

ডিড এর নমুনা কপি:

নোটারী পাবলিকের কার্যালয়, রংপুর।

ঋণ গ্রহনের চুক্তিনামা

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, মোঃ মিজানুর রহমান, পিতা-মৃতঃ নজ্রুল ইসলাম, সাং-সাতগাড়া মিস্ত্রিপাড়া; তার মালিকানায় থাকা কেরানী পাড়া জামতলা মসজিদের পাশে অবস্থিত ভাই ভাই ফার্মেসীর পূর্ব দিকের অর্ধেক অংশ ভাড়া প্রদান করতে চাইলে ডাক্তারখানা তাদের শাখা খোলার জন্য, নিম্নলিখিত শর্তে ভাড়া নিতে সম্মত হন।

১) ফার্মেসীর পূর্বদিকের অংশ ভাড়া দেয়া হবে। তার জন্য পূর্বদিকের অংশ পারটেক্স দিয়ে আলাদা করে নেয়া হবে। প্রতি মাসে ৭৫০টাকা হারে ভাড়া প্রদান করা হবে।

২) ভাড়া করা অংশে একটি ডাক্তারখানার শাখা খোলা হবে। যেখানে একজন এমবিবিএস ডাক্তার নিয়মিত রোগী দেখবেন।

৩) উভয় পক্ষই স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। কোনভাবেই কোন পক্ষ কারো উপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতে পারবেন না।

৪) কোন কারনে প্রথম পক্ষ (ফার্মেসীর মালিক) ২য় পক্ষকে (ডাক্তারখানাকে) সরিয়ে দিতে চাইলে কমপক্ষে দুই মাস পূর্বে আলোচনা করে তা করতে হবে। পূর্ব আলোচনা ব্যতিরেখে প্রথম পক্ষ ২য় পক্ষকে সরিয়ে দিতে পারবে না।

৫) চুক্তির কোন ব্যাত্যায় হলে উভয় পক্ষ আলোচনা করে সমাধান করবেন।

এডভোকেট

জজ কোর্ট, রংপুর

হলফনামাকারীর স্বাক্ষর

ডাক্তারখানা (GP Center), Subject to Copyright